সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা

১৮ই জুন মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামে

# নারীর হাতে ট্যাক্সী ড্রাইভার ডাকাত জব্দ

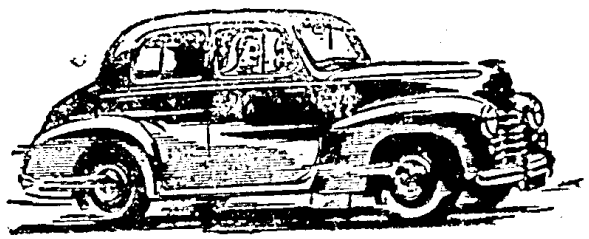

জনপ্রিয় ছড়া প্রণেতা

প্রবীন কুমার রায়

প্রকাশক—সন্ন্যাসী সরকার

দমদম কলিকাতা-২৮

॥ কবিতা আরম্ভ ॥

শুনুন এবার শ্রোতাগণ শুনুন দিয়ে মন,
আশ্চর্য্য ঘটনা এক করিব বর্ণন ।
কাহিনী মিথ্যা নয় ২ সত্য হয় রাখিবেন স্মরণ,
নারীর হাতে ডাকাত জব্দ আশ্চর্য্য ঘটন ।
জেলা মেদিনীপুরে ২ নয়কো দূরে আছে ঝাড়গ্রাম,
সেখানেতে বসত করে অনিল মিত্র নাম ।
তার এক পুত্র ২ ছিল মাত্র নাম তার বিমল,
আই-এ পাশ করিয়া শেষে চাকরী পায় কল ।
করতো চাকরী ২ জানতে পারি কলিকাতা সহরে,
অনিল মিত্র ছেলের জন্য মেয়ে পছন্দ করে ।
ঐ মেদিনীপুরে ২ সেই সহরে ভোলা মিত্র নাম,
তার একটি মেয়ে ছিল সবাকে জানালাম ।
নাম মীনাবালা রূপের ডালা যেন ফুলপরী,
গায়ক বলে পকেট সাবধান রাখবেন দয়া করি ।
মেয়ের বয়স কুড়ি ২ নয়কো বুড়ি রূপ লাবণ্যে ভরা,
মাজা দেখলে মনে হত পঞ্চের গদি মোরা ।
আর চক্ষু দুটি দেখলে অতি পাগল হয় মন,
ইসারাতে কথা বলে মুচকী হেসে যখন ।
পরে ক্লাশ নাইনে সর্ব্বক্ষণে ষ্টাইল করে চলে,
শুভদিনে বিমল মিত্র বিয়ে করে নিল ।

একটি বছর গেল ২ তখন হল একটি পুত্র তার,
আদর করে নাম রাখিল স্বপনকুমার।
এখন বলে যাই শুনুন ভাই যত শ্রোতাগণ,
বিমল মিত্র কলিকাতায় থাকত সর্ব্বক্ষণ।
স্ত্রী পুত্র নিয়ে ২ ভাড়া দিয়ে থাকে কলকাতায়,
মীনা বলে চল একদিন নিজেদের বাসায়।
বাবু ছুটি নিল ২ রওনা দিল টাকা পয়সা নিয়ে,
মেদিনীপুরের গাড়ী ধরে বেলা ৬টায় গিয়ে
রাত্র ৮টা যখন ২ পৌঁছে তখন ঝাড়গ্রাম গেল,
ভাল একটি ট্যাক্সী দেখে ভাড়া করে নিল।
স্ত্রী পুত্র নিয়ে ২ উঠে গিয়ে ট্যাক্সীর মাঝার,
স্ত্রীর গায় ছিল বহু সোনার অলঙ্কার।
ড্রাইভার গুণ্ডা ছিল ২ না চিনিল বিমল মিত্র হায়,
ভোঁ ভোঁ করে ট্যাক্সী দেখি ছুটে চলে যায়।
এই বাবুর পত্নী ২ বুদ্ধিমতী দেখতে আমি পাই,
কেমন করে ট্যাক্সী চালক খুন করে জানাই।
তার সাহস অতি ২ ছিল সতী বুদ্ধি পাকা ছিল,
বুদ্ধি করে ডাকাতেরে জব্দ সে করিল।
এদিকে রাত্র যখন ২ পৌছে তখন গ্রামের দিকে গেল,
সিগারেট খাবে বলে বাবু পকেটে হাত দিল।
রাস্তা নির্জন অতি ২ নাই বসতি দুই পাশে মাঠ,
এমনি স্থানে বাবুর দেখি ঘটিল বিভ্রাট।

তারা গাড়ী চরে ২ কিছু দূরে যখন আসিল,
পথিমধ্যে পানের দোকান দেখিতে পাইল।
তখন ড্রাইভারকে ২ বলে ডেকে দাঁড়াও একটু ভাই,
সিগারেট আমার কিনতে হবে একটিও কাছে নাই।
ট্যাক্সী দাড়াইল ২ বাবু গেল সিগারেট কিনিবার,
এই সুযোগে কি হইল শুনুন সমাচার।
ড্রাইভার কুবুদ্ধি করে ২ দেয় ছেড়ে ট্যাক্সীটি তখন,
বাচ্চাটি কেটে বৌটি নিয়ে করবে পলায়ন।
বাবু থামাও বলে ২ চীৎকার দিলে করে হায় হায়,
দাঁড়াও দাঁড়াও বলে বাবু পিছনে দৌড়ায়।
এদিকে দুরাচারে ২ জঙ্গল ধারে গাড়ী থামাইল,
ছোড়া দেখিয়ে মীনাকে তখন জঙ্গলে টেনে নিল।
মীনা নিরুপায় ২ কোথা যায় ড্রাইভারকে বলে,
চির সঙ্গিনী হব তোমার আমাকে বাঁচালে।
তখন ড্রাইভার বলে তাহা হইলে ছেলেকে কাটিব,
ছেলেকে কাটিয়া দুজন এক সঙ্গে থাকিব,
তখন মীনা বলে কাটবে ছেলে রক্ত লাগবে জামায়।
পথের মধ্যে সন্দেহ করে ধরে যদি তোমায়।
তার চেয়ে কাজ কর জামা কাপড় খুলে রেখে দিয়ে,
গামছা পরে এই ছেলেকে কাট তুমি গিয়ে।

ড্রাইভার
ভাল বুদ্ধি
ছোরা নী
এই সুযো
মীনা ছো
ঘাই খেয়ে
বলে বাপ
ভুমিতে প
এদিকে বু
ছুটিয়া চলি
ঐদিকে বি
পিছু পিছু
তারা সবে
লাঠি বল্লম
এদিকে দুষ্ট
ধরা পরার
হয়ে আহত
জঙ্গল পথে
এদিকে গ্রা
ড্রাইভারকে

ড্রাইভার ভাবে তখন বৌটি যখন আমার সাথে যাবে,
ভাল বুদ্ধি দিয়েছে আমায় জামা খুলতে হবে।
ছোরা নীচে রেখে মনের সুখে জামা খুলতে যায়,
এই সুযোগে মীনাবালা সুযোগ দেখি পায়।
মীনা ছোরা তুলে ২ ঘাই দিলে ড্রাইভারের পেটে,
ঘাই খেয়ে ড্রাইভার চীৎকার দিয়ে উঠে।
বলে বাপরে বাপ ২ কর মাপ জীবনটা যে গেল,
ভুমিতে পড়িয়া দুষ্ট লুটাতে লাগিল।
এদিকে বুদ্ধিমতী শীঘ্র গতি ছেলেটিকে নিয়ে
ছুটিয়া চলিল তখন রাস্তার উপর দিয়ে।
ঐদিকে বিমল বাবু হয়ে কাবু দৌড়াতে লাগিল।
পিছু পিছু বহু লোক ছুটিয়া আসিল।
তারা সবে মিলে ছুটে চলে ডাকাত ধরিতে
লাঠি বল্লম নিল প্রচুর দেখি তাদের সাথে।
এদিকে দুষ্ট ডাকাত ২ পেয়ে আঘাত ছট্‌ফট্ করে,
ধরা পরার ভয়ে তখন হুস তার ফিরে।
হয়ে আহত ২ পেটে ক্ষত ড্রাইভার বেটা ভাই,
জঙ্গল পথে ছুটে পালায় দেখিবারে পাই।
এদিকে গ্রামের সবে ২ এলো যবে ঘটনা স্থলেতে
ড্রাইভারকে নাহি পায় খুঁজে কোন মতে।

তখন ট্যাক্সী নিয়ে ২ চলে ধেয়ে থানার মাঝার
থানাতে যাইয়া শুনি দিল এজাহার।
ধরতে আসামীকে ২ দিকে দিকে ওয়ারেণ্ট গেল,
দুদিন পরে সেই আসামী ধরা যে পড়িল।
তখন এরেষ্ট করে ২ দিল তারে জেল হাসপাতালে,
তারপরে কোর্টে তার মামলা দেখি চলে।
এদিকে হাসপাতালে ২ কালে কালে ভাল হয়ে ওঠে
মামলা দেখতে হাজার হাজার লোক দেখি জোটে।
এবার জেলখানাতে ২ শতে শতে আসামী মাঝে
ট্যাক্সী ড্রাইভার দাঁড়াইল দেখি ছদ্ম সাজে।
তখন বধূ সতী ২ দক্ষ অতি দেখায় তারে ধরে
হাজার আসামীর মধ্যে সনাক্ত যে করে।
তখন জুরিগণ ২ বিচক্ষণ দোষী যে করিল,
হাকিম সাহেব রায় তখন লিখিয়া যে দিল।
বলে যাবজ্জীবন ২ শুন এখন কারাদণ্ড রায়
সরকার হতে মীনাবালা পুরস্কার পায়।
পেল দুশো টাকা ২ বুদ্ধি পাকা বীর আখ্যা পেল,
বাংলার নারী তাইতো মোদের এত গর্ব্ব হলো।
আজকের নারী যারা ২ যেন তারা এমনি বুদ্ধি রাখে,
তাহলে পড়বে না কোনদিন বিপদের মুখে।
আমি এই পর্য্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত কবিতা লিখন,
প্রবীন কুমার নামটি আমার রাখিবেন স্মরণ।

( ৭ )

## আহাম্মকের চিড়িয়াখানা

আহাম্মক এক আফচুস করে
ধনীর সাথে যে গরীব যায় লড়িবারে।
আহাম্মক দুই দুঃখ করে মরে
নদীর কূলেতে যে জন বসত বাড়ী করে।
আহাম্মক তিনের কথা লিখি এইবার।
ছোটলোক হতে যে জন নিয়ে থাকে ধার।
আহাম্মক চার খাঁটি নিশ্চয়—
ঘরের কথা যে জনা পরের কাছে কয়।
আহাম্মক পাঁচ—পরের পুকুরে যে ছাড়ে মাছ।
আহাম্মক—ছয়—ঘর জামাই যে রয়।
আহাম্মক সাত-গিন্নির উপর রাগ করে যে না খায়
নিজের ভাত
আহাম্মক আট—সুন্দরী স্ত্রীকে যে পাঠায় পরের সাত
আহাম্মক নয়—গোপন কথা যে জনা স্ত্রীর কাছে কয়
আহাম্মক দশকে জানি ঘোড়ার কানে ধরে—
বুড়ো কালে যে জন যুবতী বিয়ে করে।
আহাম্মক এগারোর কথা লিখিব আর কি
বাড়ীর কাছে যে জন বিয়ে দেয় ঝি।
আহাম্মক বার দেখছো কি কখন ?
যে জন পরের আশায় থাকে সর্ব্বক্ষণ।
আহাম্মক তেরো আমরা সদাই দেখি চোখে।
বিদেশেতে পকেট যে সাবধানে না রাখে।

আহাম্মক চৌদ্দর কপাল বড়ই মন্দ
ধনীর সাথে যে গরীব করে সম্বন্ধ।
আহাম্মক পনের কথা শুনি সবার মুখে
বিয়ের পর শ্বশুরালয়ের পাশে যেজন থাকে।
আহাম্মক ষোলকে কভু করিও না হেলা
আইন নিয়ে যে জন করে থাকে খেলা।
সতের কিন্তু ভীষণ শাস্তি পায়
মোকদ্দমায় যে জন মিথ্যা সাক্ষী দিতে যায়।
আঠার জানি এক জানোয়ার
নারীর উপরে যে জন করে অত্যাচার।
উনিশ জানি ঘুরে পাছে পাছে
আপন টাকা যে জন রাখে অন্যের কাছে।
বিশ কতক দেখি যে শহরে
পেটেতে ভাত নাই কিন্তু ষ্টাইল করে মরে।
একুশ শেষে করে হায় হায়,
পরের যুক্তি নিয়ে যে জন কাজ করে যায়।
বাইশ পরে ঘুরে বাড়ী বাড়ী,
নেশা করে যে জন উরায় জমিদারী
তেইশ করে হায় হায়
পর দব্যে যে জন লোভ করিতে চায়।
চব্বিশ গেল হাজত ঘরে,
সামান্য জিনিষের ওপর লোভ দেখি করে।